রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৩, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৩৩-আইন/২০১৭।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) **"খাদ্য কর্মকর্তা"** অর্থ নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্য কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(গ) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ঘ) **"নমুনা"** অর্থ খাদ্য পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য খাদ্য ব্যবসাক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত খাদ্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা;

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(ঙ) **"নমুনা কোড"** অর্থ নমুনায় ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট সংকেত লিপি;

(চ) **"নমুনা ধারণ পাত্র"** অর্থ নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যবহার্য এইরূপ কোন আধার বা মোড়ক, যাহা ধুলাবালি, অণুজৈবিক বা রাসায়নিক দূষক বা ভারী ধাতু হইতে মুক্ত, শুষ্ক ও শোষণরোধী এবং নির্জীবিত ও নমুনার সহিত নিষ্ক্রিয়;

(ছ) **"নমুনা প্রদানকারী"** অর্থ কোন খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধি, যিনি নমুনা সংগ্রহকারীর চাহিদা অনুযায়ী নমুনা বিক্রয় বা সমর্পণ করেন;

(জ) **"নমুনা সংগ্রহকারী"** অর্থ পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যিনি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করেন;

(ঝ) **"পরীক্ষা"** অর্থ খাদ্য বা খাদ্যোপকরণে প্রয়োজনীয় ভৌত, রাসায়নিক, অণুজৈবিক ও ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা;

(ঞ) **"ফরম"** অর্থ তফসিল-১ এ উল্লিখিত কোন ফরম;

(ট) **"বিশ্লেষণ"** অর্থ খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ পরীক্ষা ও প্রাপ্ত ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ; এবং

(ঠ) **"সনদ"** অর্থ নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফল সম্বলিত খাদ্য বিশ্লেষকের প্রতিবেদন।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **নমুনা সংগ্রহ।**—(১) পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট, কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত দায়িত্ব পালনকালে, কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে দূষক, ভেজাল বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্য রহিয়াছে মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হইলে বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ অনিরাপদ মনে হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য, মূল্য পরিশোধপূর্বক, প্রয়োজনীয় পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত নমুনা উৎপাদন, সরবরাহ, বিক্রয় বা মজুদস্থলসহ যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা যাচনা করা হইবে, সেই ব্যক্তি উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহকারী বিষয়টি ফরম-১ এ লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহাতে ন্যূনতম একজন সাক্ষীর এবং নমুনা প্রদানকারীর ঘোষণায় তাহার স্বাক্ষর বা, ক্ষেত্রমত, টিপসহি গ্রহণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নমুনা প্রদানকারী স্বীকারোক্তিমূলক ঘোষণায় স্বাক্ষর বা টিপসহি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বিষয়টি ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন নমুনা কোন খোলা বা উন্মুক্ত পাত্র হইতে সংগ্রহ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নমুনা যে মূল ধারণপাত্র হইতে বাহির করিয়া খোলা বা উন্মুক্ত পাত্রে রাখা হয়, সেই মূল ধারণপাত্র হইতেও নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ ক্রয় করিবার পর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, আইনের ধারা ৪৬ এর বিধান সাপেক্ষে, উহার নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। **নমুনা বিভাজন ও বিতরণ।**—(১) প্রবিধান ৩ এর বিধান অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহের পর নমুনা সংগ্রহকারী নমুনা প্রদানকারীর উপস্থিতিতে নমুনাকে ৪ (চার) টি অংশে বিভক্ত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মোড়কাবদ্ধ যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের ক্ষেত্রে একই লটের ৪ (চার) টি নমুনা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নমুনার ৪ (চার) টি অংশ ৪ (চার) টি পৃথক নমুনা ধারণপাত্রে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক অংশের জন্য প্রয়োজনীয় চিহ্নিতকরণ নমুনা কোড প্রদানসহ প্রয়োজনীয় লেবেলিং করিয়া নমুনা ধারণপাত্রসমূহ সিলগালা বা ট্যাম্পার প্রুফ করিয়া নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ১ (এক)টি অংশ নমুনা প্রদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে;

(খ) ১ (এক) টি অংশ, ভবিষ্যতে তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে, খাদ্যের ধরনভেদে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত উপযুক্ত স্থান ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা খাদ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(গ) অবশিষ্ট ২ (দুই) টি অংশ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) প্রবিধান ৩ এর উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী মূল ধারণপাত্র হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইলে উহাও এই প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী বিভাজনপূর্বক পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) আইনের ধারা ৫০ এর অধীন কোন খাদ্য আদালত কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে, খাদ্য আদালতের ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে, কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নমুনা সংগ্রহপূর্বক উহার নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া উহার প্রতিবেদন খাদ্য আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহার কোন কর্মকর্তা বা পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) খাদ্য আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য কোন খাদ্য পরীক্ষাগারে প্রেরিত হইলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে ফরম-২ অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন উক্ত খাদ্য আদালতের অবগতির জন্য প্রেরণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত হইলে বা অন্য কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা থাকিলে, উহা উক্ত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট খাদ্য আদালতকে অবহিত করিতে হইবে।

৫। **নমুনা ধারণপাত্রের ব্যবহার।**—(১) নমুনা সংগ্রহের পর উহা নমুনা ধারণপাত্রে রাখিতে হইবে, যাহাতে নমুনার মান উহা সংরক্ষণ বা প্রেরণকালে অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে।

(২) নমুনা সংগ্রহকালে নমুনা সংগ্রহকারীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে এবং নমুনা সংগ্রহের কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও ধারণপাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে নমুনার মান অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে।

(৩) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য মোড়কজাত বা খোলা ধারণপাত্র হইতে সংগৃহীত নমুনা, নমুনার ধরন ও কাঙ্খিত পরীক্ষার শর্ত অনুযায়ী, যথাযথ তাপমাত্রা ও পরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক, নমুনা ধারণপাত্রে এমনভাবে রাখিতে ও আটকাইতে হইবে, যেন নমুনা ধারণপাত্রস্থিত নমুনার মান অপরিবর্তিত থাকে।

৬। **নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) প্রত্যেক নমুনা মূল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, নমুনার মোড়ক ও ধারণপাত্র বিবেচনা করিয়া যথাযথ পদ্ধতিতে এবং পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে উহার মান অপরিবর্তিত থাকে।

(২) নমুনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নমুনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক ও স্থানীয় আবহাওয়া বিবেচনা করিয়া স্বাভাবিক তাপ ও চাপ এবং, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, নিয়ন্ত্রিত তাপ ও চাপ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে নমুনা সংরক্ষণ করিতে হইবে; তবে প্রয়োজনে, যে কোন আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানও নমুনা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নমুনা প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিয়া নমুনা সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে এবং নমুনা প্রেরণের সময় ফরম-৩ পূরণ করিয়া নমুনা সংরক্ষণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে হইবে।

(৪) নমুনা প্রাপ্তির পর নমুনা প্রাপক প্রতিষ্ঠানকে ফরম-৪ অনুযায়ী প্রাপ্তিস্বীকার ও নমুনাটির বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে প্রেরককে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) নমুনা প্রাপ্তির পর নমুনা প্রাপক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নমুনার জন্য যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) সাধারণভাবে কোন নমুনাই ৩ (তিন) মাসের অধিক সময় সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না, তবে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত নমুনা সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা খাদ্য আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ নমুনা সংরক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিয়া গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে।

৭।। **খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট নমুনা প্রেরণ।**—(১) প্রবিধান ৪ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান অনুযায়ী বিভাজনকৃত নমুনার ২ (দুই) টি অংশ সংশ্লিষ্ট নমুনা যে এলাকা হইতে সংগ্রহ করা হইবে সেই অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট পৃথক পৃথক ২ (দুই) টি চালানের মাধ্যমে, যতদ্রুত সম্ভব, প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করিবার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নমুনা যে কোন খাদ্য বিশ্লেষক, পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানের নিকট প্রেরণ করা যাইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের ক্ষেত্রে উক্ত তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণ নমুনা খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত কোন নমুনা প্রেরণকালে নমুনার সহিত ফরম-৫ পূরণ করিয়া তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি, আইনের ধারা ৪৬ এর বিধান সাপেক্ষে, পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করিলে, তাহাকে নিজ উদ্যোগে উক্ত নমুনা সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) নমুনার মান যাহাতে অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে তাহা বিবেচনায় লইয়া প্রত্যেক নমুনা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, হাতে হাতে, নিরাপদ বাহনে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিশেষ প্রকৃতির কোন নমুনার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও চাপ নিয়ন্ত্রিত রাখিবার স্বার্থে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত, অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হইবে।

৮। **নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব, ইত্যাদি।**—(১) নমুনা প্রাপ্তির পর বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক নিম্নরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন, যথা :—

(ক) নমুনার ২ (দুই) টি অংশ ধারণপাত্রের সহিত প্রাপ্ত পত্র, লেবেল, সিলমোহর, নমুনা কোড, প্রেরকের স্বাক্ষর ও ফোন নম্বর এবং মোড়কের সঠিকতার বিষয়সমূহ পরীক্ষান্তে রেকর্ড করিবেন এবং কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে বা সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহাও রেকর্ড করিবেন এবং প্রাথমিক সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রেরকের দপ্তরে যোগাযোগ করিবেন;

(খ) ২ (দুই) টি নমুনার কোন একটি বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য অনুপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে তাহা রেকর্ড করিবেন এবং প্রেরকের দপ্তরকে অবহিত রাখিয়া অপর নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) ২ (দুই) টি নমুনাই বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে তাহা রেকর্ড করিবেন এবং অনতিবিলম্বে উহা প্রেরকের দপ্তরে প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) তে বর্ণিত বিষয়াদি, যদি থাকে, উল্লেখকরত ফরম-৬ অনুযায়ী নমুনা প্রেরকের নিকট প্রাপ্তিস্বীকার করিবেন এবং নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের যোগ্য না হইলে তাহাও উহাতে উল্লেখ করিবেন; এবং

(ঙ) পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত নমুনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক ধ্বংস করিবেন।

(২) নমুনা প্রেরণকারী কর্মকর্তা, কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত মর্মে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অবহিত হইলে, তাহার হেফাজতে রক্ষিত নমুনার অপর অংশটি যথাযথ পদ্ধতিতে পুনরায় খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) খাদ্য বিশ্লেষক, যথাযথভাবে নমুনা গ্রহণের পর, খাদ্য ব্যবসার সহিত জড়িত নহে এমন যে কোন অ্যাক্রিডিটেড খাদ্য পরীক্ষাগার বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা নির্ধারিত খাদ্য পরীক্ষাগারে সংশ্লিষ্ট নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিবার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক উৎকৃষ্ট পন্থা বা আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য আদালতের নির্দেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) খাদ্য বিশ্লেষক, এই প্রবিধানের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নরূপ বিষয়সমূহ প্রতিপালন করিবেন, যথা :—

(ক) প্রেরিত নমুনার তথ্যাদি লিপিবদ্ধকরণ;

(খ) গৃহীত নমুনার গুণগত ও পরিমাণগত অভিন্নতা এবং যথাযথ মান বজায় রাখিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন;

(গ) নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তথ্য ও উপাত্তসমূহের হার্ড ও সফট কপি সংরক্ষণ এবং, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষকে সরবরাহকরণ;

(ঘ) যথাযথ পদ্ধতিতে নমুনা ব্যবহার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন বা সঠিকতার মান নিরূপণ ও বজায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের মানের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধিকরণ;

(ছ) নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষণে ভ্রম-শূন্যতা, নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতা বজায় রাখা;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে সম্পন্নকরণ; এবং

(ঝ) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশ পালন।

৯। **খাদ্য পরীক্ষাগার, ইত্যাদি।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য খাদ্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) খাদ্য পরীক্ষাগার ও উহার খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, স্বীকৃত খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিবে, যাহাতে প্রতিটি খাদ্য পরীক্ষাগারের সার্বিক কার্যক্রম, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের সক্ষমতা এবং বিভিন্ন পরীক্ষাগার ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের সহিত সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বিশদ বিবরণ থাকিবে।

ব্যাখ্যা : খাদ্য পরীক্ষাগার বলিতে কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন খাদ্য পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠানকে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বুঝাইবে।

(৪) খাদ্য পরীক্ষাগার এবং উহার নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মান নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড বা আন্তর্জাতিক কোন অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা সরকার কর্তৃক মূল্যায়িত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত;

(খ) পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত স্টাফ;

(গ) যথাযথ অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, বিকারক ও বিশেষজ্ঞ;

(ঘ) আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষা পদ্ধতিসম্পন্ন পরীক্ষাগার; এবং

(ঙ) বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তম ও বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য নিজস্ব গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান পদ্ধতি (Quality Assurance System)।

(৫) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সময় সময়, খাদ্য পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশিকা জারি করিতে পারিবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন জারীকৃত নির্দেশিকায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতির উল্লেখ না থাকিলে, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক, এতদ্‌বিষয়ক কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

১০। **পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ।**—(১) খাদ্য বিশ্লেষক, নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জরুরি ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফল উল্লেখপূর্বক সনদ প্রদান করিবেন।

(২) খাদ্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালতের নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া ইহার সনদসহ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট খাদ্য আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, খাদ্য আদালতের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১১। **সনদ প্রদান, ইত্যাদি**।—(১) নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে খাদ্য বিশ্লেষণ ফরম-৭ মোতাবেক ৪ (চার) প্রস্থ সনদ প্রস্তুত করিয়া ১ (এক)টি কপি নিজ দপ্তরে সংরক্ষণকরত ১ (এক)টি কপি কর্তৃপক্ষ বরাবরে, ১ (এক)টি কপি সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য কর্মকর্তার দপ্তরে এবং ১ (এক)টি কপি নমুনা প্রেরক বরাবর প্রেরণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্য আদালতের নির্দেশে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদের ভিত্তিতে একটি পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করিয়া উক্ত সনদ সহকারে উহা সংশ্লিষ্ট খাদ্য আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের সনদ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট নমুনা সংগ্রহকারী উক্ত সনদের একটি অনুলিপি নমুনা প্রদানকারীকে প্রেরণ করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের সীল ও স্বাক্ষর ব্যতীত কোন নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের সনদ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) নমুনা প্রাপ্তি হইতে সনদ প্রদান পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ফাঁস হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিলে খাদ্য বিশ্লেষক, কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়, তাহা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) খাদ্য বিশ্লেষক প্রত্যেক নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদির সফট কপি কম্পিউটার ডাটাবেজে ধারণ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত কার্যে তিনি খাদ্য পরীক্ষাগারের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন।

(৫) প্রত্যেক খাদ্য পরীক্ষাগার খাদ্য বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদির হার্ড কপি ও সফট কপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত সময়কাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ, গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, খাদ্য পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য ধারণ, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য আদান-প্রদানসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

১২। **সনদ প্রাপ্তির পর করণীয়**।—(১) কোন খাদ্য পরীক্ষার সনদে সংশ্লিষ্ট নমুনার খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণটি নিরাপদ খাদ্য নহে মর্মে প্রতীয়মান হইলে, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য কর্মকর্তা বা তাহার পক্ষে পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ দূষক বা ভেজাল বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে মর্মে আইনের ধারা ৪৬ এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত সনদে উল্লেখ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, উক্ত সনদের অনুলিপিসহ, বিষয়টি কর্তৃপক্ষ, খাদ্য কর্মকর্তা বা পরিদর্শককে অবহিত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধানের অধীন কোন তথ্য প্রদত্ত হইলে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখিতে হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবিড় বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসাবে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশিত হইয়া যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা ভ্রাম্যমাণ বা অন্য কোন খাদ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং প্রাপ্ত ফলাফলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ দূষক বা ভেজাল বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্য পরিলক্ষিত হইলে, উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৪) খাদ্য কর্মকর্তা তাহার হেফাজতে রক্ষিত নমুনা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বা উহা মামলা সংক্রান্ত হইলে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা খাদ্য আদালতের ভিন্নরূপ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন, তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উহা অধিক সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৩। **সংক্ষুব্ধ পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থন**।—(১) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফলে কোন ব্যক্তি বা পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, বিষয়টি অবহিত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া সুবিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন আবেদন করা হইলে কর্তৃপক্ষ, আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা**।—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তফসিলের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজনের এখতিয়ার সংরক্ষণ করিবে এবং গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে পারিবে।

১৫। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই প্রবিধানমালার কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

১৬। **অপ্রযোজ্যতা**।—Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-১

ফরম-১

[প্রবিধান ৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং..... তারিখ ঃ.....

বিষয় : **খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ**।

১। খাদ্য ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর : .....
.....

২। নমুনা প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর : .....
.....

৩। নমুনা সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সময় : .....
.....

৪। নমুনার নাম :.....

৫। উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখসহ উৎপাদন ব্যাচ নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৬। উৎপাদন কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৭। উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা : .....

৮। মোড়কীকরণ স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৯। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : .....

১০। নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য : .....

১১। নমুনা সংগ্রহের কারণ : .....

১২। নমুনা পরীক্ষার বিষয় : .....

১৩। নমুনা কোড (প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে) : .....

১৪। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) : .....

১৫। সংযুক্ত দলিলপত্রের তালিকা : .....

১৬। সাক্ষীদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, ই মেইল, ফোন নম্বর ও স্বাক্ষর :

(ক)

(খ)

নমুনা প্রদানকারীর ঘোষণা

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, আমি ..... স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বর্ণিত নমুনা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক/বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয়/সমর্পণ করিয়াছি। কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন উক্ত নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে।

নাম :

ঠিকানা :

ফোন নম্বর :

ই-মেইল :

স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ :

তারিখ :

অনুলিপি :

(১) জনাব.....(নমুনা বিক্রেতা/সমর্পণকারী)

(২) খাদ্য কর্মকর্তা, ...

(৩) .....

(৪) .....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর, তারিখ, সিল, পদবি, ঠিকানা ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-২
[প্রবিধান ৪ (৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং..... তারিখ :.....

প্রাপক : ..... আদালত

.....

বিষয় : **খাদ্য আদালতের নির্দেশে প্রাপ্ত নমুনা সম্পর্কে অবহিতকরণ।**

১। রেফারেন্স নং : .....
২। মামলা নং : .....
৩। নমুনা প্রাপ্তির সময় ও তারিখ : .....
৪। নমুনার নাম : .....
৫। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : .....
৬। উৎপাদন ব্যাচ নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....
৭। উৎপাদন কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....
৮। মোড়কীকরণ স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....
৯। উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা : .....
১০। নমুনা কোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....
১১। নমুনার সহিত প্রাপ্ত দলিলপত্রের তালিকা : .....
১২। নমুনাটি অবিকল নাকি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে : .....
১৩। ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে বিস্তারিত বর্ণনা : .....
১৪। প্রাপ্ত নমুনায় কি ধরনের অসঙ্গতি রহিয়াছে : .....
১৫। নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের যোগ্য কিনা : .....
১৬। নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের অযোগ্য হইলে কারণসমূহ : .....
১৭। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : .....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কটিয়া দিন (নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের অযোগ্য হইলে বা সুনির্দিষ্ট অসঙ্গতি থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষকের পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)।

পরীক্ষাগার কর্তৃপক্ষ/খাদ্য কর্মকর্তা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,
স্বাক্ষর, সিল, তারিখ, ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৩
[প্রবিধান ৬ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং..... তারিখ :.....

বিষয় : **সংরক্ষণের নিমিত্ত নমুনা প্রেরণ**।

প্রাপক : **সংস্থা প্রধান/অফিস প্রধান**

.....

.....

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত নমুনা সংরক্ষণ করিবার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ, যথা :-

১। সংরক্ষণের জন্য নমুনা প্রেরণের সময় ও তারিখ : .....

২। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : .....

৩। নমুনা কোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৪। নমুনা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ : .....

৫। সংরক্ষণের মেয়াদ : .....

৬। নমুনা ধারণপাত্রের সঠিক বর্ণনা : .....

৭। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : .....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,
স্বাক্ষর, সিল, তারিখ, ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৪
[প্রবিধান ৬ (৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং..... তারিখ :.....

বিষয় : **সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত নমুনার প্রাপ্তি স্বীকার**।

সূত্র : ..... তারিখ : .....

প্রাপক :

..... (নমুনা প্রেরণকারী)

.....

বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য প্রাপ্ত নমুনা ও ধারণপাত্রের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ, যথা :–

(ক) কেবল পত্র পাওয়া গিয়াছে, কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই;

(খ) কেবল নমুনা পাওয়া গিয়াছে, কোন পত্র পাওয়া যায় নাই;

(গ) নমুনার ধারণপাত্র অক্ষত অবস্থায়/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন);

.....

(ঘ) নমুনার ধারণপাত্রের গায়ে সাঁটা লেবেল অক্ষত/ক্ষতিগ্রস্ত/মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন).....

(ঙ) প্রেরিত পত্রে সংরক্ষণের মেয়াদকাল উল্লেখ আছে বা নাই;

(চ) প্রেরিত পত্রে প্রেরকের স্বাক্ষর আছে/নাই;

(ছ) প্রেরিত পত্রে নমুনা কোড আছে/নাই;

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,
স্বাক্ষর, সিল, তারিখ, ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৫
[প্রবিধান ৭ (২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং..... তারিখ :.....

বিষয় : **পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য নমুনা প্রেরণ।**

প্রাপক : খাদ্য বিশ্লেষক

.....

.....

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহার ২ (দুই)টি নমুনা, নমুনা কোডসহ, আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ, যথা :—

১। নমুনা সংগ্রহের সময় ও তারিখ : .....

২। নমুনার নাম : .....

৩। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ : .....

৪। উৎপাদন ব্যাচ নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৫। উৎপাদন কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৬। নমুনা কোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৭। নমুনা সংগ্রহের কারণ : .....

৮। নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য : .....

৯। পরীক্ষার অভিপ্রায় বা বিষয় : .....

১০। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : .....

১১। নমুনা প্রেরণের সময় ও তারিখ : .....

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

নমুনা প্রেরণকারীর নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৬
[প্রবিধান ৮ (১) (ঘ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নং..... তারিখ :.....

প্রাপক : ..... (নমুনা প্রেরণকারী)

সূত্র : ..... তারিখ :.....

বিষয় : **পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত নমুনার প্রাপ্তিস্বীকার**।

বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত নমুনার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কেবল পত্র পাওয়া গিয়াছে, কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই;

(খ) কেবল নমুনা পাওয়া গিয়াছে, কোন পত্র পাওয়া যায় নাই;

(গ) নমুনার ধারণপাত্র অক্ষত অবস্থায়/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন); .....

(ঘ) নমুনার ধারণপাত্রের গায়ে সাঁটা লেবেল অক্ষত/ক্ষতিগ্রস্ত/মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন); .....

(ঙ) ধারণপাত্রের ভিতরে নমুনা কোড পাওয়া যায় নাই/অস্পষ্ট/ঘষামাজা করা;

(চ) পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম পরিমাণ নমুনা/কম পরিমাণ নমুনা পাওয়া গিয়াছে (কম পরিমাণ হইলে উহার পরিমাণ লিখিতে হইবে);

(ছ) নমুনাটি অবিকল/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহার বর্ণনা দিন) ; .....

(জ) প্রেরিত পত্রের প্রেরকের স্বাক্ষর আছে/নাই;

(ঝ) প্রেরিত পত্রে নমুনা কোড আছে/নাই।

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য বিশ্লেষকের নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ,
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

ফরম-৭
[প্রবিধান (১১) (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফলের সনদ

নং..... তারিখ :.....

প্রাপক : ..... (নমুনা প্রেরণকারী ব্যক্তি/ খাদ্য আদালত)

সূত্র : ..... তারিখ :.....

নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফল : .....
.....
.....

নমুনা কোড :

(ক) ভৌত পরীক্ষা :

(খ) রাসায়নিক পরীক্ষা :

(গ) অণুজৈবিক পরীক্ষা :

(ঘ) অন্যান্য পরীক্ষা :

আমি (নিম্ন স্বাক্ষরকারী) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাদ্য পরীক্ষাগার কর্তৃক কৃত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া এই মর্মে সনদ প্রদান করিতেছি যে, প্রাপ্ত নমুনার খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক -

(ক) নিরাপদ;

(খ) নিরাপদ নয়;

(গ) মানসম্পন্ন;

(ঘ) মানসম্পন্ন নয়;

(ঙ) ভেজাল/নকল/মিসব্রান্ডেড;

(চ) .....(অন্যান্য)

বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

খাদ্য বিশ্লেষকের নাম, স্বাক্ষর, সিল, তারিখ,
ই-মেইল ও ফোন নম্বর

তফসিল-২
[প্রবিধান ৭ (১ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিশ্লেষণের জন্য নমুনার ন্যূনতম পরিমাণ

ক্রমিক	খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	**দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য**	
১.১	তরলদুগ্ধ (পাস্তুরিত, নির্জীবকৃত)/তরল বাটার দুগ্ধ	৫০০ মিলিলিটার
১.২	ফারমেন্টেড দুগ্ধ/মিষ্টি দধি/সুগন্ধিযুক্ত দুগ্ধ	৫০০ মিলিলিটার
১.৩	ঘন দুগ্ধ/বাস্পায়িত দুগ্ধ/টক দধি/মালাই	২০০ গ্রাম
১.৪	ক্রিম/আইসক্রিম/আইস-ক্যান্ডি/আইস ললি/কুলফি	৩০০ গ্রাম
১.৫	গুঁড়া দুগ্ধ/গুঁড়া ঘোল/গুঁড়া ক্রিম/দুগ্ধ জাতীয় বিকল্পসমূহ	২৫০ গ্রাম
১.৬	পনির/ছানা	২৫০ গ্রাম
১.৭	দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন/পুডিং	২৫০ গ্রাম
১.৮	তরল ঘোল/ঘোল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য	৫০০ মিলিলিটার
২	**ভোজ্য তৈল এবং তৈল জাতীয় খাদ্য**	
২.১	ভেজিটেবল তৈল/বাটার তৈল/মাছের তৈল/অন্যান্য ভোজ্য তৈল	৪০০ মিলিলিটার
২.২	ফ্যাট ইমালশন/বাটার/ঘি/মাখন	২০০ গ্রাম
৩	**সরবত এবং সরবত জাতীয় পানীয়**	
৩.১	চিনি বা গুড়ের সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৩.২	কৃত্রিম চিনির সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৩.৩	অন্যান্য সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৪	**ফল এবং শাক-সবজী জাতীয় খাদ্য**	
৪.১	তাজা ফল/হিমায়িত ফল	৫০০ গ্রাম
৪.২	শুষ্ক ফল/অন্যান্য ফলজাত খাবার	২৫০ গ্রাম
৪.৩	তাজা সবজী/হিমায়িত সবজী/অন্যান্য সবজী-জাত খাবার	৫০০ গ্রাম
৪.৪	আচার/চাটনি/জেলি	২৫০ গ্রাম

(১)	(২)	(৩)
৫	**কনফেকশনারি**	
৫.১	কোকো পাউডার/চকলেট পাউডার	২৫০ গ্রাম
৫.২	ক্যান্ডি/নাগেট/চকলেট	২৫০ গ্রাম
৫.৩	চুইংগাম	২৫০ গ্রাম
৫.৪	ফুড ডেকোরেশন/টপিংস/সুইট সস	২৫০ গ্রাম
৬	**খাদ্যশস্য এবং শস্য জাতীয় খাদ্য**	
৬.১	খাদ্যশস্য ও ডাল (আস্ত বা ভাঙ্গা)	১ কেজি
৬.২	আটা/ময়দা/সুজি/বেসন/সমজাতীয় গুঁড়া দ্রব্য	৫০০ গ্রাম
৬.৩	ভাত/রুটি	৫০০ গ্রাম
৬.৪	পাসতা/নুডুল	৫০০ গ্রাম
৬.৫	রাইস পুডিং/পায়েস	৫০০ গ্রাম
৬.৬	আবরণী তরল (মৎস্য বা মাংসে ব্যবহৃত)	৫০০ গ্রাম
৬.৭	চালের পিঠা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য	৫০০ গ্রাম
৬.৮	সয়াবিন কার্ড/সয়া-বেভারেজ/টফু	৫০০ গ্রাম
৭	**বেকারি জাতীয় খাবার**	
৭.১	ব্রেড/রোলস/বান/মাফিন/পিঠা	২৫০ গ্রাম
৭.২	কেক/বিস্কিট/পাই/ডোনাট	২৫০ গ্রাম
৭.৩	ক্রিস্প/চিপস	২৫০ গ্রাম
৭.৪	কর্ণ ফ্লেক্স/রাইস ফ্লেক্স	২০০ গ্রাম
৮	**মাংস এবং মাংসজাতীয় খাদ্যদ্রব্য**	
৮.১	তাজা মাংস/পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৮.২	প্রক্রিয়াজাত মাংস/পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৮.৩	প্রক্রিয়াজাত কমুটেড মাংস/পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৯	**ভক্ষণযোগ্য খাদ্যাবরণ**	
৯.১	সসেস আবরণ	২৫০ গ্রাম
১০	**মাৎস্য এবং মাৎস্য জাতীয় খাদ্য**	৫০০ গ্রাম
১১	**মিষ্টিকারক দ্রব্য**	
১১.১	দানাদার চিনি/ফ্রুকটোজ/ডেক্সটোজ/ল্যাকটোজ/সমজাতীয় দ্রব্য	২৫০ গ্রাম
১১.২	গুড়/মোলাসেস	২৫০ গ্রাম
১১.৩	সিরাপ/ঘন চিনি/ঘন ফলের রস	২৫০ গ্রাম
১১.৪	মধু/মল্টজাত পণ্য	২৫০ গ্রাম
১১.৫	কৃত্রিম মিষ্টিকারক দ্রব্য	১০০ গ্রাম

(১)	(২)	(৩)
১২	**লবণ, মশলা, খাদ্য রং, ইত্যাদি**	
১২.১	ভোজ্য লবণ/ফরটিফাইড লবণ/লবণ সাবস্টিটিউট	২০০ গ্রাম
১২.২	মশল্লা	২৫০ গ্রাম
১২.৩	সিরকা	৩০০ মিলিলিটার
১২.৪	খাদ্য রং/খাদ্য রং প্রস্তুতিসমূহ	২৫ গ্রাম
১২.৫	বেকিং পাউডার	২৫ গ্রাম
১২.৬	সিলভার পাতা	২ গ্রাম
১৩	**ফরমুলেটেড খাবার**	
১৩.১	শিশু খাদ্য/ওয়েনিং ফুড	৫০০ গ্রাম
১৩.২	কমপ্লিমেন্টারী খাবার (বিভিন্ন বয়সের)	৫০০ গ্রাম
১৩.৩	বিশেষায়িত খাবার (চিকিৎসার কারণে)	৫০০ গ্রাম
১৩.৪	অন্যান্য ফুড সাপ্লিমেন্টস	৫০০ গ্রাম
১৪	**বেভারেজ (অ্যালকোহলমুক্ত)**	
১৪.১	সাধারণ খাবার পানি (প্রাকৃতিক/প্যাকেটজাত) (৫০০ মিলি × ৪ প্যাকেট)	২ লিটার
১৪.২	ফল/সবজির রস	১ লিটার
১৪.৩	খেজুর/তালের রস	১ লিটার
১৪.৪	কারবোনেটড এনার্জি/নন-এনার্জি বেভারেজ	৩ লিটার
১৪.৫	তরল চা/কফি	৫০০ মিলিলিটার
১৪.৬	ইনস্ট্যান্ট গুঁড়া চা/কফি	১০০ গ্রাম
১৫	**রেডি খাবার**	৫০০ গ্রাম
১৬	**হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবার**	৫০০ গ্রাম
১৭	**অনির্ধারিত খাবার**	৫০০ গ্রাম

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd